29 MAY 2017

দৈনিক
আমাদের সময়

অদম্য মেধাবীদের সহায়তা করবে সরকার

এম এইচ রবিন ●

মেধাবী কিন্তু দরিদ্রতা ও পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবে অনেক শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক অথবা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারছে না। এমন অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে পৃষ্ঠপোষকতা কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকদের কাছে নির্দেশনা পাঠিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। এ জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা-সহায়তা ট্রাস্ট আইনে এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৬

অদম্য মেধাবীদের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) শিক্ষার্থীদের জন্য যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়। গত ১৬ মে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা থেকে জেলা প্রশাসকদের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে বলা হয়, ইতোমধ্যে এসএসসি পরীক্ষা ২০১৭-এর ফল প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিবছরের মতো এবারও বেশকিছু দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থী তাদের মেধার স্বাক্ষর রেখেছে। কোনো কোনো শিক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েও উচ্চ মাধ্যমিক অথবা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করতে কিংবা ভর্তি হতে পারছে না। এ বিষয়ে বিভিন্ন সময় প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় খবর প্রকাশিত হয়। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবন অনিশ্চয়তার মুখে রয়েছে। প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা পেলে এসব দরিদ্র অথচ মেধাবী শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা লাভ করে জাতি গঠনের কাজে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে মর্মে প্রত্যাশা করা যায়। উচ্চ মাধ্যমিক অথবা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ অনুযায়ী উল্লিখিত শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের অবহিত করা আবশ্যক। এমতাবস্থায় উল্লিখিত বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

উল্লেখ্য, অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ-বঞ্চিত দরিদ্র, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার নিমিত্তে দেশের সব স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য একটি 'ট্রাস্ট ফান্ড' গঠনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ এপ্রিল, ২০১০ সালে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে একটি লিখিত নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। নির্দেশনা অনুযায়ী প্রণীত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা-সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১১ সালে মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। এরপর ১১ মার্চ, ২০১২ সালে নবম জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশনে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা-সহায়তা ট্রাস্ট বিল, ২০১২' পাস হয়।

২৩ জুন, ২০১৬ সালে শিক্ষামন্ত্রী উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন এবং একইদিনে সারা দেশে একযোগে উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়।